৩৮

২৩

দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

# ছাত্র বেতনে বৈষম্য

আমাদের দেশে আর দশটা জিনিসের মত শিক্ষারও দাম বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষা খরচ। ছাত্র বেতন, সেশন চার্জ, পরীক্ষার ফীস, ভর্তি ফীস, প্রাইভেট টিউটরের বেতন, বইপত্র, খাতা–কলম ও অন্যান্য সরঞ্জামের দাম সাধারণ অভিভাবক সমাজের বহন ক্ষমতার বাইরে ইতিমধ্যেই চলে গেছে। স্কুল পর্যায়ের বোর্ডের বইগুলির দাম কম হলেও অন্যান্য বই–এর মূল্য বেশী। ছাত্র বেতন কেবল খুব উচ্চই নয়, সরকারী–বেসরকারী ও স্কুল ভেদে বিরাট বৈষম্যও রয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটছে সরকারী নিয়ম লংঘনও। সরকারী প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র বেতন না নেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক শাখায় কোথাও কোথাও বেতন অথবা 'স্বেচ্ছা ডোনেশন' আদায় করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে একটি বিশৃংখল ও বৈষম্যপূর্ণ কাণ্ড ঘটে চলেছে স্কুলের বেতন ও বিভিন্ন ফীস আদায়ের ক্ষেত্রে। আর এই অবস্থা বেশী ঘটছে রাজধানী ঢাকা নগরীতে। এখানে ছাত্র বেতনে নিয়মনীতি বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না। এক একটি স্কুল এক এক অংকের বেতন ও ফীস আদায় করছে।

ছাত্র বেতনে ও ফীসে বৈষম্য ও অনিয়মের তথ্যটির পরিষ্কার প্রকাশ ঘটেছে গত মঙ্গলবারের পত্রিকান্তরের এক রিপোর্টে। প্রথমত বিরাট বৈষম্য সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের ছাত্র–বেতন। একটি সরকারী স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর বেতন মাসে ১২ টাকা। কিন্তু একটি বেসরকারী স্কুলের এই দুই শ্রেণীর বেতন ১১০ টাকা, আরেকটি বেসরকারী স্কুলে ১৪০ টাকা। আরেক স্কুলের দশম, পঞ্চম ও কে জি শ্রেণীর ছাত্রবেতন যথাক্রমে ১৯৫০ টাকা, ১৪৫০ টাকা ও ১২৫০ টাকা। সরকারী হাই স্কুলের একজন ছাত্রকে বছরের শুরুতে মাত্র ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকা জমা দিতে হয়। অথচ একটি বেসরকারী স্কুলের একজন ছাত্রকে দিতে হয় ৪৫০ টাকা থেকে ৫৫০ টাকা। একটি বিশেষ স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর একজন ছাত্রীকে বছরের শুরুতে ছাত্র বেতন ও বিভিন্ন ফীস ও চার্জ মিলিয়ে যেখানে ১২৩৫ টাকা জমা দিতে হয়, সেখানে আরেকটি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্রকে জমা দিতে হয়েছে ৩৯০০ টাকা। স্কুলের ছাত্র বেতন ও সেশন ফীস আদায়ের ক্ষেত্রে কেমন বৈষম্য, অসংগতি ও অনিয়ম চলছে, এই তথ্যগুলি তার প্রশ্নাতীত প্রমাণ।

শিক্ষা বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা জাতিগঠনে ও দেশোন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিসহ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারেরই উপর নির্ভরশীল। শিক্ষিত জনশক্তিই দেশগড়ার আসল কারিগর। আমাদের দেশের দারিদ্র্য ও সার্বিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ শিক্ষার স্বল্পতা। এটা উপলব্ধি করেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিক্ষা বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, শুরু করেছিলেন বয়স্ক শিক্ষাসহ সব ধরনের শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা। দেশের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এবং শিক্ষিতের হার বাড়াতে হলে শিক্ষার খরচ জনসাধারণের বহনসীমার মধ্যে রাখতেই হবে। জনগণের আয়ের সঙ্গে শিক্ষা খরচের মিল থাকতে হবে, অন্তত স্কুল পর্যায়ের শিক্ষায়। ছাত্র–বেতন ও অন্যান্য শিক্ষা ব্যয়ে যে বৈষম্যের তথ্য পাওয়া গেছে, তার অবসান ঘটতেই হবে। আমরা বারবার বলছি, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সমগ্র দেশে স্কুল পর্যায়ে একই রকমের শিক্ষার প্রচলন অপরিহার্য। একমাত্র এই ব্যবস্থাতেই ধনী–গরীব নির্বিশেষে সকল পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও মেধার বিকাশ নিশ্চিত হবে। সকল ছেলেমেয়েই পাবে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা লাভের সুযোগ। সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের ছাত্র–বেতনে যে পার্থক্য রয়েছে তা বিলোপের বিষয়ও বিবেচনা করার সময় এসেছে বলে আমরা মনে করি। আমাদের স্বাধীন দেশে, বিশেষ আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যয় অভিন্ন হলেই দেশ ও দেশবাসী উপকৃত হবে।